দৈনিক সংবাদ

তারিখ OCT 10 1999
পৃষ্ঠা … কলাম …

আড়াই বছরে রাবিতে ৮ ছাত্রী লাঞ্ছিত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্রী গত আড়াই বছরে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত ও হয়রানির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়। একজন হয়েছে ধর্ষিত। সর্বশেষ লাঞ্ছনার শিকার হয় গত ১লা অক্টোবর পরিসংখ্যান বিভাগের এক ছাত্রী।

সহপাঠী, বন্ধু, সন্ত্রাসী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে ছাত্রীরা লাঞ্ছিত ও হয়রানির শিকার হয় বলে জানা গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে খুব কমই শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, '৯৭ সালের ১৬ই জুন রাতে বেগম খালেদা জিয়া হলের সুপার মাহমুদা খাতুন ঐ হলের দুজন ছাত্রী লুবনা শারমিন লিপি ও প্রিসিলা শারমিনকে সাররাত হল গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং হল সুপারের অপসারণ দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। এরপর কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে হল সুপারকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়। আর কিছুই হয়নি এ ব্যাপারে।

সূত্র মতে, মন্নুজান হল প্রাধ্যক্ষা ডঃ নাসিমা জামান '৯৭ সালের ১৪ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম নিতে আসা এক ছাত্রীকে হলে রাখার অপরাধে ও গেস্টচার্জ দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে ছাত্রলীগ নেত্রী আঞ্জুমান আরা আয়নাকে কান ধরে 'উঠ-বস' করান। এ ঘটনায় ছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্রীরা প্রাধ্যক্ষার শাস্তি এবং গেস্টচার্জ বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হলেও এখনও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি বলে ছাত্রীরা জানায়। একই সালের আগস্ট মাসে একই হলের এক ছাত্রী শহীদ হবিবুর রহমান হলে প্রেমিকের কক্ষে গিয়ে ধর্ষিত হয়। পরে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গোপনে দু'জনের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করে বিষয়টির সুরাহা করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছরের জুলাই মাসে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী বীথি তার স্বামী ইংরেজির ছাত্র লাভলুর নির্যাতনের শিকার হয়। পরে ভর্তি পরীক্ষার জালিয়াতির কারণে লাভলুর ছাত্রত্ব বাতিল হয়। কিন্তু বীথিকে নির্যাতনের ব্যাপারে কোন শাস্তি হয়নি বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। গত বছরের ১৮ই অক্টোবর এক মহিলা সংস্কৃতিকর্মীকে অপহরণের চেষ্টা চালায় সন্ত্রাসী ইকবাল। সে নতুন করে আবার ঐ সংস্কৃতিকর্মীকে উত্যক্ত করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে হয়রানির অভিযোগে কাওসারের বিরুদ্ধে থানা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই নেননি।

একই সূত্র মতে, গত ৫ই জুলাই রাবির মেধাবী ছাত্রী মিতা হত্যার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ গত ১লা অক্টোবরে ছাত্রী লাঞ্ছনাকারী পলিন ক্যাম্পাসে এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ছাত্ররা জানিয়েছে।

প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান 'সংবাদ' কে জানান, অভিযোগ না করলে কর্তৃপক্ষের করার কিছুই থাকে না।